

শিক্ষা মানুষকে কেবল শিক্ষিতই করে না,

তাকে গৌরবান্বিতও করে। গৌরবের বিষয়টি ব্যক্তির নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেক্ষেত্রে শিক্ষা একটি বিন্দু ও বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ক্রমাগত পরিবর্তনশীলতার প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। আর এই পরিবর্তনশীলতা নির্ভর করে নতুন নতুন জ্ঞান উদ্ভাবনের মাধ্যমে। ফলে নতুন নতুন জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকে। এই পরিবর্তনের ধারা কেবল সম্ভব হয় গবেষণালব্ধ অর্জিত জ্ঞান থেকে। মৌলিক ও ফলিত এই দুই ধরনের গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা সমাদৃত হয়। তবে ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গবেষকরা নিজেদের নিয়োজিত রাখলেও মৌলিক গবেষণার বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত বললেই চলে। আবার ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগতমানের বিষয়টি সেভাবে ভাবা হয় না। আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা কেবল তাদের পদেরতির জন্য যতটুকু গবেষণা করা দরকার ততটুকু গবেষণায় করে থাকেন। ফলে একজন শিক্ষক অধ্যাপক হওয়ার পর গবেষণা ক্ষেত্রে তার যে দায়বদ্ধতা রয়েছে সেটি একটি ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়। এতে করে শিক্ষা সীমাবদ্ধ গড়ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে শিক্ষা দেওয়াটা একটি গতানুগতিক পেশায় পরিণত হয়। তাতে ও তার শিক্ষার্থীকে যে গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা দরকার, সে বিষয়টি কোনভাবেই প্রতিফলিত হয় না। ফলে মানদণ্ডের বিচারে একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু উন্নত বিশ্বে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সেখানে একজন শিক্ষকের অধ্যাপক হওয়ার পর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তার অবদানের বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আবার এক্ষেত্রে একজন অধ্যাপক তার দায়বদ্ধতা কোনভাবেই এড়াতে পারেন না। ফলে অনেকটা প্রতিযোগিতা করেও তাকে গবেষণার অর্থসংগ্রহ করতে হয়। আবার গবেষণা কার্য অব্যাহত রাখার জন্য গবেষণা মনস্ক ছাত্রের সন্ধানও তাকে করতে হয়। কিভাবে এক ছাত্রের মাধ্যমে এই গবেষণা কর্মটি শেষ হয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখবে সে বিষয়টিও তার দায়বদ্ধতার মধ্যে চলে আসে। এটি প্যাটেন্ট হবে নাকি প্রকাশনা হবে অথবা কোন মানসম্মত জার্নালে প্রকাশ করতে হবে সব বিষয় তিনি নির্ধারণ করে থাকেন। আবার বছর শেষে অধ্যাপকের শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করা হয়। কোন কারণে পারফরমেন্স

শিক্ষা, শিক্ষক ও গবেষণা

এ্যালুমিনিয়ামের ওপর প্রচুর গবেষণা চলছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিভাবে এ্যালুমিনিয়ামের গুণগতমান বৃদ্ধি করে এটি ভারি শিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার বিভিন্ন ধরনের কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল তৈরির মাধ্যমে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়েছে। নিউক্লিয়ার এনার্জির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুত উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু এটি মানুষ ও পরিবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে আনতে পারে বলে এর বিকল্প নতুন নতুন এনার্জি ম্যাটেরিয়াল ও পদ্ধতি আবিষ্কারের মৌলিক গবেষণা বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহত রয়েছে। এ্যাটোমিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কিভাবে নতুন নতুন ম্যাটেরিয়াল তৈরি করা যায় তার গবেষণা পৃথিবীব্যাপী চলছে। ন্যানো টেকনোলজির মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধ্যান-

এছাড়া অধ্যাপকদের যে কোন মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে তার শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি কোন অবদান ছাড়াই তার শিক্ষকতার সময়কালকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তবে এক্ষেত্রে এক ধরনের বৈষম্যের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। মর্যাদা প্রদানের বিষয়টি তাই থাম রল না হয়ে যৌক্তিক অবদানের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষা ও গবেষণার কাজকে সম্প্রসারিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তাকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রকৃত ও যৌক্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে আশার কথা হচ্ছে, ইতোমধ্যে সরকার ইনস্টিটিউট অব কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতিকে মানসম্মত করার



ব্যবহারের নিয়ম	
পরিচালকের কার্য নিয়ম	
প্রাপ্তি নং
তারিখ
চীফ, পরিচালনা বিভাগ
চীফ, সি.এ.পি. বিভাগ
সি.টি. এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর	

ধারণা তৈরি হচ্ছে। প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য যে কার্বন নিঃসরণ প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে তা কিভাবে কমিয়ে এনে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করা যায় এ ধরনের অসংখ্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এ ধরনের মৌলিক গবেষণার কাজে

উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সরকারের এই উদ্যোগটি প্রশংসা পাবার যোগ্য। এই উদ্যোগ যাতে অব্যাহত থাকে এবং এর মাধ্যমে যাতে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে বিশ্বমানের পর্যায় পৌঁছানো সম্ভব হয়, সেটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বকীয়তা বজায় রেখে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি একইভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দিলে তা জাত প্রথা ও বর্ণ বৈষম্যের মতো অবস্থা তৈরি করতে পারে। যা বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য ইতিবাচক না হয়ে নেতিবাচক হতে পারে। বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মর্যাদার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। এ বিষয়টি আবার নতুন করে ভেবে দেখার সময় এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পৃথক পে স্কেলের বিষয়টি অনেকদিন ধরেই আলোচনার মূল্য বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও নেপালসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পৃথক পে স্কেল রয়েছে। আবার ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সি শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি যেভাবে দেখা দরকার ছিল, সেভাবে দেখা হয়নি। অতীতকাল ধরে শিক্ষকরা যে সুবিধা পেয়ে আসছিলেন সেগুলো ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। যা শিক্ষা ও গবেষণা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। আবার এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে দোষারোপ করলেও এর সৃষ্ট সমাধানের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার, তা কোনভাবেই হয়ে উঠেছে না। ফলে সমস্যাগুলো যৌক্তিক সমাধান না হয়ে অযৌক্তিক দ্বন্দ্ব পরিণত হচ্ছে। যা কোনভাবেই দেশের স্বার্থে কোন পক্ষের জন্যই কাম্য নয়। দেশ এগোচ্ছে, মানুষ এগোচ্ছে। আর দেশ ও মানুষের অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণার বিষয়টি যে প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে, তা কোনভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই, শিক্ষকদের দেশের স্বার্থেই শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রাখা প্রয়োজন। তবেই উন্নত রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

নিম্নমুখী হলে তিরস্কার, থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের সংস্কৃতি এখনও পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়নি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার বিষয়টি শিক্ষকদের কাছে অনেকটা গৌণ হয়ে, স্বেচ্ছাচারিতার বিষয়টি মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণা যেভাবে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, ঠিক সেভাবে তা অগ্রসর হয়নি। তবে এ বিষয়টি এখন অবহেলা করার কোন ধরনের সুযোগ নেই। বরং এটি গুরুত্বসহকারে ভাবা উচিত। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জ্ঞান উদ্ভাবন ও বিতরণের কেন্দ্র বিন্দু না হয়ে, ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হবে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। অনেকে বাংলাদেশে গবেষণার পরিবেশ নেই বলে খোঁড়া যুক্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু গবেষণার পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব যে অধ্যাপক ও গবেষকদের ওপর বর্তায় এটি তারা অনেকটা সচেতনভাবেই এড়িয়ে যেতে চান। মূলত গবেষণা নির্ভর করে সৃজনশীল মানসিকতার ওপর। বড় বড় লজিক্যাল যুক্তি দেখিয়ে এই দায়িত্ব কোনভাবেই এড়ানো সম্ভব নয়। শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। চিকিৎসা বিদ্যা, প্রযুক্তি বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে মৌলিক গবেষণা সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণাগারে চলছে, তা আমাদের দেশেও শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেশে ক্যাসার নিয়ে মৌলিক গবেষণা চলছে। কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বায়োম্যাটেরিয়াল উপযোগী হবে এবং তা একটি স্বাভাবিক কিডনির মতো কার্যক্ষমতা বজায় রাখবে তা চিকিৎসাবিদ ও প্রযুক্তিবিদদের সম্মিলিত গবেষণার মাধ্যমে বের করে আনতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারি ধাতু ব্যবহার করা হলেও আজকাল হালকা ধাতু ব্যবহারের প্রচলন বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে

প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য যে কার্বন নিঃসরণ প্রভাবক শক্তি হিসেবে কাজ করছে তা কিভাবে কমিয়ে এনে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করা যায় এ ধরনের অসংখ্য গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে

সম্পৃক্ত হওয়া দরকার। তা না হলে উন্নত বিশ্বের গবেষণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না। তবে ঢালাওভাবে সকল অধ্যাপককে এ বিষয়ে দোষারোপ করা উচিত হবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবনের জন্য একজন শিক্ষকের শিক্ষার বিষয়টিকে মূল্যায়ন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পিএইচডি ডিগ্রী ছাড়া যখন একজন শিক্ষক অধ্যাপক হয়ে যান, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিষয়টি অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে যে শিক্ষকরা পিএইচডি ডিগ্রী নিয়ে অধ্যাপক হওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্যের কারণে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অনেকেই বলতে পারেন আইনস্টাইন, টমাস আলভা এডিসন, নিউটনসহ বড় বড় বিজ্ঞানীর পিএইচডি ডিগ্রী ছিল না। কিন্তু তারা পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। যদি বিষয়টি তাদের মতো হতো তবে এক্ষেত্রে বলার কিছু থাকত না। কিন্তু পিএইচডি ছাড়া যাদের অধ্যাপক করা হচ্ছে, তাদের শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন অবিচারণীয় অবদান আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

লেখক : অধ্যাপক